বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ: ১৯৭১-এর স্মৃতিচারণ

ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন

বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক এক নতুন রাষ্ট্র বিশ্ব-ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। বাংলাদেশ সৃষ্টির নায়ক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি এবং বিশেষভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সড়ে সাত কোটি জনগণকে একমঞ্চে, এক দাবিতে দূর্বার করে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মহুতি ও ঝাপিয়ে পড়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অবশ্য তাতে মদদ যুগিয়েছে পাকিস্তানি কুশাসন, জিনোসাইড, বঞ্চনা, নির্যাতন ও অমানবিক অত্যাচার ও হত্যা। দেশের লক্ষ-কোটি ছাত্র-জনতা সেদিন বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে জীবন বাজি রেখে মুক্তি সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে-মরহুম জিয়াউর রহমানও লক্ষ কোটি জনতার সাথে একাত্ম ঘোষণা করে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেন।

সম্প্রতি কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকজন নতুন করে 'ডিস-ইন্‌ফরমেশন' বা 'তথ্য-জালিয়াতি' শুরু করেছেন এবং দম্ভভরে দাবি করছেন যে বঙ্গবন্ধু যখন ২৫ মার্চের কালো রাত্রিতে পাক হানাদার-বাহিনীর হাতে ধরা দিলেন, তখন তিনি জাতির কাছে কেনো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি দিয়ে যাননি। এমতাবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভীতি-বিহ্বল জাতিকে এক রেডিও ঘোষণার মাধ্যমেই মেজর জিয়াউর রহমান দূর্বার করে তুললেন এবং ফলশ্রুতিতে মাত্র ৯ মাস ১০ দিনের মাথায় স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়ে গেল। কার আহ্বানে তিনি এমন সাড়া দিলেন? কে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেবার পরিস্থিতি ও অবস্থা সৃষ্টি করলো কে মৃতপ্রায় জাতিকে সংঘবদ্ধ করলো, কে জাতিকে পাকিস্তানি নির্যাতন ও বঞ্চনার কাহিনী ঘরে ঘরে গ্রামে-গঞ্জে তুলে ধরে গ্র্যানাইট পাথরে মতো শক্ত সবল করে তুললো, কার এ ধরনের স্বাধীনতার ডাক দেবার আইনসঙ্গত অধিকার ছিল, কে সেই লোকটি- তা তারা অত্যন্ত সুচতুরভাবে এড়ানোর প্রচেষ্টায় মহাব্যস্ত। তারা বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্মের কাছে যে ইতিহাস তুলে ধরেছেন, তা অনেকটা যীশুখৃস্টের জন্মের মতো বা ঈশ্বরের মহাসৃষ্টির মতো। খৃস্ট-ধর্মমতে যীশু খৃস্টের জন্ম কোনো পুরুষের সহায়তা ছাড়াই ঘটে- এক অলৌকিক ঘটনা। এমনি এক অলৌকিক ঘটনা কি বাংলাদেশেও ঘটেছে? হঠাৎ করে একদিন মেজর জিয়াউর রহমান ঘোষণা দিলেন এমন একটি রেডিও স্টেশন থেকে যার পরিধি অত্যন্ত সীমিত এবং সেই সাথে সাথেই সাড়ে সাত কোটি জনগণ 'নিজেদের যা যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো' এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গল। এমন কথাটি যারা বিশ্বাস করেন তারা কি "সুম্‌মুন, বুকমুন, উমিউন'- মূর্খ, কালা ও বধির?

মেজর জিয়াউর রহমান নিশ্চয়ই একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা- "জেড ফোর্সের" সেনা-প্রধান। অন্যান্য সেনা-নায়কদের মতো মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর নৃঃশংস মৃত্যুতে আমরাও কেঁদেছি। কিন্তু তাই বলে মুক্তি সংগ্রামের নায়ক, জীবিত অথবা বন্দী মুজিব, যাকে ঘিরে বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনতা মুক্তির স্বপ্ন দেখে, যার আহ্বানে ছেলে বাপকে, ভাই ভাইকে স্ত্রী স্বামীকে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, যাঁর আহ্বানে বাপ-মায়ের শত বাঁধন ছেড়ে, বৌ-বাচ্চার আদর আপ্যায়ন বিসর্জন দিয়ে ছেলে বা স্বামী মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে, যার আহ্বানে "শান্তি কমিটির" চেয়ারম্যানের ছেলেমেয়ে অথবা বৌ-বাচ্চা লুকিয়ে লুকিয়ে মুক্তি বাহিনীকে সাহায্য করে, সেই পরম প্রিয় নেতাকে আজ ইতিহাসের পাতা থেকে শুধু পরিত্যাক্ত নয়, কালিমা দিয়ে চরিত্র হরণের যে সরকারি উদ্যোগ ও

প্রচেষ্টা- সেটা নিশ্চয়ই ঘৃণিত। 'স্বাধীনতার নায়ক বঙ্গবন্ধু' এবং 'প্রশাসক বঙ্গবন্ধু'- এ দুটোকে এক করে যে তথ্য জালিয়াতি চলছে তা সত্যিই দুঃখজনক। এসব তথ্য জালিয়াতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা। এজন্যে জাতির সামনে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা সকল সুষ্ঠুবুদ্ধিসম্পন্ন গুণীজনের একান্ত প্রয়োজন। এটা আত্মশুদ্ধির অঙ্গ, এটা ধর্মের অঙ্গ। সুতরাং যারা এসব তথ্য জালিয়াতি করছেন এবং যারা এসব তথ্য যে ত্রুটিপূর্ণ তা জেনে-শুনেও এর বিরোধিতা করছেন না, তারা সম দোষী বৈকি!

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক সূত্রে গাঁথা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাত্রিতে যখন হাজার হাজার বাঙালি জিনোসাইডের শিকার হয় এবং যখন হানাদার পাক-বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানে নিয়ে যায়, তার পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু ঐ অবস্থায় কি করতে হবে তার দিক নির্দেশনা বিশ্বাসী ও নির্বাচিত নেতৃত্বের কাছে রেখে যান। তার পরিপ্রেক্ষিতে চাটগাঁর নির্বাচিত সাংসদ আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হান্নান চৌধুরী ২৬ মার্চের উষালগ্নে বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন। বঙ্গবন্ধুকে যখন পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই একই সময়ে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার নির্দেশনা ইথারের মাধ্যমে চাটগাঁয় পৌছে যায়।

আমরা জানি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের কথা। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আমরা স্বশরীরে উপস্থিত ছিলাম। শ্লোগান দিয়ে দিয়ে গলা ফাটিয়েছি। ঐ ভাষণে তিনি স্পষ্টতঃ বলেন, "আমি যদি আর হুকুম দেবার না পারি, তোমরা তোমাদের যা যা আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা কর... আমরা তাদের ভাতে মারবো, পানিতে পারবো বাংলার মাটিকে স্বাধীন করে ছাড়বো, ইনশাআল্লাহ।" সুতরাং ২৫ মার্চের অতর্কিত ভয়াবহ আক্রমণ শুরু হওয়ায় সাথে সাথেই বাংলার জনগণ যার যা আছে তাই নিয়েই শত্রুর মোকাবিলা শুরু করে। তার জন্যেই চাটগাঁয় পাকিস্তান বেতারের বেলাল মোহাম্মদ, আব্দুল্লাহ আল্ ফারুক ও তাদের সহকর্মীরা কালুরঘাটের রেডিও স্টেশনে "স্বাধীন বেতার" তৈরি করেন যার মাধ্যমে প্রথমতঃ সাংসদ হান্নান চৌধুরী, অতঃপর মেজর জিয়া জনগণকে তারা ও যে মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন তা জানাতে পারেন। তারা জাতির ঐ ক্রান্তি লগ্নে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করেছেন বলে জাতি তাদের কাছেও ঋণী ও তাদের শ্রদ্ধাভাবে সালাম জানায়।

দেশের প্রতিটি পথে ঘাটে, আনাচে-কানাচে, হাটেবাটে, বাজারে-বন্দরে জনগণ যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিকেড তৈরি করেন বা লাঠিসোটা, দা-কুড়াল-বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে আসেন, তাও বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে। মেজর জিয়া ২৬ মার্চে যখন পাকিস্তানি বসের আদেশের চাটগাঁ নৌবন্দরে যাচ্ছিলেন জাহাজ বোঝাই গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র খালাস করার জন্যে যা পাক-বাহিনী বাঙালিদের উপর ব্যবহারের জন্যে এনেছিলো, তখন ঐ সাধারণ জনগণের তৈরি বেরিকেডে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন এবং এমতাবস্থায় তার সহযোগীরা দ্রুত এসে তাকে খবর দেয় যে, বাঙালি অফিসার ও জোয়ানদের পাক-সেনাবাহিনী নিরস্ত্র করেছে এবং বন্দীও করছে। এমতাবস্থায় তার সেনা ছাউনিতে যাওয়া ঠিক হবে না। তাৎক্ষণিক নিজের জীবনও সংকটাপন্ন হতে পারে বিবেচনা করে মেজর জিয়া সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনিও মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করবেন। যারা ঐ বেরিকেড তৈরি করে তার গতি রুদ্ধ ও বিলম্বিত করে তারা কিন্তু তার রেডিও-র ঘোষণার আগেই বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে "যার যা আছে তা নিয়েই শত্রুর মোকাবিলায়" অগ্রসর হয়। বস্তুত: বঙ্গবন্ধু সারা জাতিকে এমনকি যারা এক সময়ে অখন্ড পাকিস্তানে অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিল তাদের চক্ষুও খুলে দেন- তারাও তাঁর আহ্বানে জীবন বাজি রেখে মুক্তি সংগ্রামে ঝাপিয়েঁ পড়ে। দেশের তৎকালীন সাড়ে সাত কোটি জনগণ জিয়া বা হান্নান সাহেবের ঘোষণা না শুনলেও নিজেদের সকল শক্তি দিয়ে যার যা আছে তাই নিয়ে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তো।

দুই

পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া জাতীয় অধিবেশন বসার তিন দিন আগে হঠাৎ করে ভুট্টোর ধমকে এবং সামরিক জান্তার সুপারিশে অধিবেশন স্থগিত করেন। বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন পাঁচদিনের জন্যে সারা প্রদেশব্যাপী লাগাতার হরতাল ঘোষণা করেন- তাঁর আহবানে দেশের প্রতিটি নগর-বন্দর, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, দোকান-পাট, যানবাহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা সবকিছুই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূর্ণ হরতাল পালন করে। সে সব দিনের অবস্থা না দেখলে বোঝানো মুশকিল। জাতি তখন বঙ্গবন্ধুর এক আওয়াজে গ্র্যানাইট পাথরের মতো শক্ত-সবল। তাঁর আহ্বানে ব্যাঙ্কের লেন-দেন বিশেষ করে পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা ট্রান্সফার বন্ধ করে দেয়া হয়। ঢাকা বেতার "পাকিস্তান রেডিও"র পরিবর্তে "ঢাকা বেতার থেকে বলছি-" বলতে শুরু করে। বস্তুতঃ পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের তখন একমাত্র শাসক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। বঙ্গবন্ধুর নিজ বাড়ি ধানমন্ডির ৩২ নম্বর থেকে প্রতিদিন দেশবাসীকে কি কি করতে হবে, কি কি করতে হবে না- তার নির্দেশনা আসতে থাকে। নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন এদিক থেকে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন থেকেও বহুগুণ বলিষ্ঠ ও ব্যাপক। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে ভারতবর্ষের ১% থেকে ২% ভাগ সরকারি কর্মচারী হরতালে শরীক হন, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে গোটা পূর্ব পাকিস্তানের সকল সরকারি কর্মচারী (কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক) শতকরা ১০০% ভাগ (সামরিক-বাহিনী ছাড়া) এমনকি পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি বি. এ. সিদ্দীকীও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন- তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নতুন সামরিক গভর্ণর টিক্কা খানের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে গররাজি হন। তবে সামরিক বাহিনীতে মেজর জিয়াউর রহমানসহ হাতেগোনা স্বল্প-সংখ্যক কেন্দ্রীয় সামরিক কর্মচারী তখনও পাকিস্তান সরকারের আদেশ-নিষেধ পালন করে চলেন। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক প্রশাসন তখন বার বার সকল কর্মচারীদের কাজে যোগ দিতে আদেশ করলেও আমরা তখন কাজে যোগদান করিনি- কারো রেডিওর ঘোষণায় নয়, বঙ্গবন্ধুর নামে প্রচারিত আওয়ামী লীগের নির্দেশনাই তখন আমাদের নির্দেশক, বিবেক আমাদের আদেশ। অতঃপর যখন সামরিক প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান বুঝতে পারলেন যে, ইসলামাবাদের শাসন পূর্ব পাকিস্তানের সম্পূর্ণভাবে অচল ও অকেজো হয়ে পড়েছে, তখন তিনি তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করেন এবং ৬ মার্চে ঘোষণা দিলেন যে, ২৫ মার্চে ঢাকায় জাতীয় অধিবেশন বসবে। তবে তিনি আওয়ামী লীগ দলকে সারা দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার জন্যে দায়ী করেন। তার বক্তব্যে পূর্ব পাকিস্তানবাসী সন্তুষ্ট হতে পারেনি। এদিকে একই সময়ে তিনি গোপনে পূর্ব পাকিস্তানে আরো অধিকতর পাক-সেনা ও গোলাবারুদ পাঠানো শুরু করেন এবং মেজর জেনারেল টিক্কা খানের মতো একজন নরপিশাচ হত্যাকারীকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিয়োগের আদেশ দেন। এর ফলে দেশের প্রতিটি সভা-শোভাযাত্রায় বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-জনতার সভা-শোভাযাত্রায় "স্বাধীন বাংলাদেশের" দাবি ঘোষণা করা হয় এবং লাল-সবুজ রংখচিত বাংলাদেশের মানচিত্র সম্বলিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

রাওয়ালপিন্ডির রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স অনুষ্ঠান-কালে (১৯৬৯ সাল) আমি ইসলামাবাদ ইউনিভারসটির ছাত্র। আমরা ছিলাম সর্বমোট ৭ জন বাংলাদেশি ছাত্র-৫ জন অর্থনীতিতে, (ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, ড. মাহমুদুল আলম, ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম, শিল্পপতি এহতেশাম চৌধুরী ও আমি এবং একজন অংকের (ড. মাসুদ) এবং অন্যজন পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র (ড. বদরুজ্জমান-বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ায়)। আমার বড় ভাই তখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কেবিনেট ডিভিশনের উপ-সচিব। তার ফলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কি হচ্ছে না হচ্ছে সময় সময় তার খবরাখবর পাচ্ছি। একই সময়ে আমার এক ভগ্নিপতি ছিলেন পাকিস্তান ইনফরমেশন মিনিস্ট্রিতে। সুতরাং কি হচ্ছে এবং সরকারের প্রচার মাধ্যমে কি বলা হচ্ছে-তার দুটো ভাষণই পাওয়া আমার জন্যে সহজ ছিল।

এমন অবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনকে স্থগিত করার জন্য ব্রিটিশ কায়দায় উভয় প্রদেশের রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান রাওয়ালপিন্ডিতে "গোলটেবিল বৈঠকের" (আর-টি-সি) আয়োজন করেন। এতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রায় ৩৫ জন রাজনীতিবিদ ও তাঁদের সহযোগী উপদেষ্টারা যোগদান করেন।

বঙ্গবন্ধুকে "প্যারোলে" বৈঠকে আসার জন্যে আইয়ুব খান প্রস্তাব দেন। এ নিয়ে তখন সারা দেশে তুমুল বাক-বিতন্ডা ও উৎকন্ঠা চলছে। এমতবস্থায় মুহিত ভাই যিনি তখন কেবিনেট ডিভিশনের উপ-সচিব জানালেন যে, "বঙ্গবন্ধু যদি প্যারোলে আর-টি-সি তে যোগদান করতে গররাজি হন তাহলে আইয়ুব খান আগরতলার কেইসটি বাতিল করে তাঁকে প্যারোল ছাড়াই আর-টি-সি তে যোগদান করার ব্যাপারে রাজী হবে। এ গোপন খবরটি তখন ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর একান্ত সহযোগীদের ত্বড়িতবেগে জানানোর প্রয়োজনে আমার ঘুম হারাম হয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠক-এ যোগ দিতে রাওয়ালপিন্ডি আসেন। কিন্তু ঈদের করণে গোলটেবিল বৈঠক শুরু হবার পরদিনই তা স্থগিত হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু তখন অত্যন্ত ব্যস্ত। গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য উভয় প্রদেশ থেকে সব নামী-দামী নেতারা এসেছেন। সবার সাথে সাক্ষাৎ করছেন। আইয়ুব খানের বড় ভাই পি-ডি-পি'র নেতা বাহাদুর শাহের রাওয়ালপিন্ডির বাড়িতে তখন ঘন্টার পর ঘন্টা মিটিং চলছে। আমি তাঁর সাথে ছায়ার মতো আছি। বঙ্গবন্ধু ঢাকা চলে গেলেন।

দ্বিতীয় দফা "গোলটেবিল বৈঠক" শুরু হবার আগে বঙ্গবন্ধু এসে উপস্থিত হলেন লাহোরে। সেখানে শলা-পরামর্শ করবেন। বঙ্গবন্ধু লাহোর পৌঁছার পূর্বেই ৬-দফার উপর ৮১-পৃষ্ঠার এক নাতিদীর্ঘ ডকুমেন্ট তৈরি করলেন ইসলামাবাদে অবস্থানরত বাঙালি সি-এস-পি অফিসার ও অধ্যাপকরা।

ডকুমেন্টটি বঙ্গবন্ধুকে পৌঁছাতে হবে গোলটেবিল বৈঠকের আগেই। সরকারি অফিসাররা তা লাহোরে নিয়ে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর "Think-tank"-এর সদস্যদের বা উপদেষ্টামন্ডলীর কাছে দেবার সাহস নেই চাকরি যাবার ভয়ে। এমতাবস্থায় ডকুমেন্টটি বঙ্গবন্ধুর কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব পড়লো আমার কাছে। জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত ডকুমেন্টটা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, এটা খুবই গোপনে বঙ্গবন্ধুর উপদেষ্টা কামাল হুসেন, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী, সারওয়ার মোর্শেদ, মওদুদ আহমেদ-এর হাতে দিতে এবং বঙ্গবন্ধুকে জানাতে হবে যে তিনি যেন তাঁর ৬-দফায় অটল থাকেন। প্রশাসনিকভাবে এটা অর্জন সম্ভব। আইয়ুব খান হয়তো ৬-দফায় ছাড় দিতে বলবে। তবে তারা আরো বল্লেন যে, এতে কঠিন অবস্থান নিলে আইয়ুব খাঁনকে হয়তো সরিয়ে দেয়া হবে এবং তখন নতুন মার্শাল ল' জারি হবে। মুহিত সাহেব ও রব চৌধুরী লাহোরে কোথায় গিয়ে তা দিতে হবে সবিস্তরে বিশ্লেষণ করলেন। লাহোরে পৌঁছালে তৎকালীন পাঞ্জাবের ফুড বিভাগের ডাইরেক্টার জনাব মুফলে-উর রহমান ওসমানী আমাকে রিসিভ করলেন। মুহিত সাহেব তাঁকে ফোনে বলে রেখেছিলেন। তাঁর সাথে লাহোরে কর্মরত আরো দুজন বাঙালি সি-এস-পি অফিসার ছিলেন। তাঁরা হলেন মোহাম্মদ আলী ও খালেদ শামস্। আমাকে ডকুমেন্টের কথা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর উপদেষ্টা ছাড়া কাউকে বলতে মানা ছিল- সে জন্য তাদের আমি কিছুই বলিনি। মুফলে ভাই তখন গোলবার্গে সরকারি বাড়িতে থাকতেন। তাঁর বাসায় থাকতে অনুরোধ জানালেন। তবে যখন বঙ্গবন্ধুর উপদেষ্টাদের সাথে হোটেলে দেখা করতে গেলাম, তখন মওদুদ আহমেদ বল্লেন ঐ একই হোটেলে থেকে যেতে। সারা হোটেলের অনেকগুলো রুম ওয়াজির আলী ইন্ড্রাসট্রিজ বঙ্গবন্ধুর দলবলের জন্যে ভাড়া করে রেখেছে। সুতরাং সেখানেই থেকে গেলাম। তখন পূর্ব পকিস্তানের প্রাক্তন জনপ্রিয় গভর্ণর আজম খান ও বিচারপতি এম. এম. মুর্শেদকে আওয়ামী দলের প্রতিনিধি হিসেবে গোলটেবিল বৈঠকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তদবির শুরু করি। কিন্তু কাজ হয় নি। বঙ্গবন্ধু আমার কাছ থেকে ডকুমেন্টটি নিয়ে বল্লেন "Very good, they did a good job" –বলে ডকুমেন্টটি তাজউদ্দিন আহমদের হতে দিয়ে দিলেন।

বঙ্গবন্ধুর দলের সাথে আমিও রাওয়ালপিন্ডি ফিরে এলাম। বঙ্গবন্ধুকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তার ৬-দফা ছাড় দিতে বল্লেন। তিনি তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি যদি ৬-দফার ছাড় দেন তাহলে তাঁকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বানাবেন। বঙ্গবন্ধু আইয়ুব খানকে কি বলেছিলেন জানি না। তবে আমাদের বল্লেন, "আমি দেশের মানুষের সাথে বেঈমানী করতে পারবো না"। বঙ্গবন্ধুর অনমনীয় মনোভাব ও দৃঢ়-চিত্ততার জন্যে গোলটেবিল বৈঠক ভেস্তে গেল।

গোলটেবিল বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার কিছুদিন পর পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সামরিক-শাসন জারি করেন এবং আইয়ুব খান গদি ছাড়তে বাধ্য হন। ইয়াহিয়া খান সারা পাকিস্তানে এডাল্ট্ ফ্রেনচাইজের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালে নির্বাচন দেন, যেখানে আওয়ামী লীগ দল ৬-দফার মুক্তি সনদ নিয়ে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে।

তিন

সম্প্রতি বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানব বাংলার গর্ব শেখ মুজিবুর রহমানের নাম-নিশানা মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে এবং তার স্থলে মেজর জিয়াউর রহমানকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ১৯৭১ সালের বিদেশের পত্র-পত্রিকায় জেনারেল জিয়ার নাম কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছাড়াও, জে: ইয়াহিয়া, ভুট্টো, তাজউদ্দিন, ইন্দিরা গান্ধী, জে: নিয়াজী, জে: টিক্কা প্রমুখের নামোল্লেখ রয়েছে, কিন্তু জিয়ার নাম নেই। খালেদা জিয়া সরকার যদি নতুন ইতিহাস রচনা করতে চান তাহলে গবেষকদের হিসাবে তা হবে নিছক ছেলেখেলা বা মিথ্যার প্রবঞ্চনা। এতে দেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বৈকি।

এ পর্যায়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭১ সালে প্রাকাশিত ও বহুল প্রচারিত কয়েকটি প্রবন্ধের দিকে দৃষ্টিপাত প্রয়োজন বোধ করি। এর কোন একটি প্রবন্ধে বা খবরের মেজর জিয়ার নামগন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বিশ্ববিখ্যাত হার্ভার্ড ইউনিভারসিটির ৩ জন শিক্ষক-গাস পাপালেক, স্টিফেন মারগলীন ও লী এসপেটজ-৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে তাদের প্রকাশিত গবেষণামুলক প্রবন্ধ যার শিরোনাম হচ্ছে "Pakistani Background to a Crisis: A Ripon Society Position Paper"- তাতে উল্লেখ করে যে, 'পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও তার দোসরদের উস্কনীমূলক আচরণেও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব ধৈর্যের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সম্যসার সমাধান চান। কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া এই সুযোগে তার সামরিক শক্তি বর্ধিত করেন এবং ২৫ মার্চের প্রথম ৩ দিনে ১৫,০০০ হাজারে অধিক পূর্ব পাকিস্তানিদের হত্যা করেন'। তারা নিশ্চয়ই জিতবে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, কতশত লাশের বিনিময়ে এবং কত গুরুতর ধ্বংসক্ষয়ের পর। নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ ১৬৯টি সিটের মধ্যে ১৬৭টি সীট লাভ করে (জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পেয়েছে মাত্র ৮০টি সীট) এবং তারা দেশ শাসনের অবশ্যই সক্ষম। এমতাবস্তায় পাকিস্তানের অবস্থা হচ্ছে গৃহযুদ্ধ নয়, একটি বিদেশি সৈন্যবাহিনীর আরেকটি বৈধ ও নির্বাচিত দেশ দখলের প্রচেষ্টা। একটি জাতিকে মূলোৎপাটনের অবস্থা।...এমতাবস্থায় "The American Government"must not be a party to the killings of defenseless civilians or the forcible repression of the struggle of East Pakistanis for control over their own lives."

এই একই সময়ে (এপ্রিল ৯, ১৯৭১) হার্ভার্ডের আরো ৩ জন স্বনামখ্যাত অধ্যাপক প্রফেসর এডওয়ার্ড মেসন, রবার্ট ডরফম্যান ও স্টিফেন মারগলীন আরেকটি প্রবন্ধ, যার শিরোনাম ছিল "Conflict in East Pakistan background and Prospects" তার ১ম লাইনে লেখেন "The independence of East Pakistan is inevitable, What started as a movement for economic autonomy within the framework of a united:pakistan has been irrevocable transferred by the wholesale slaughter of Eeast Pakistani civilians into a movement that sooner or later will produce in independent East Pakistan- "Bangladesh is a matter of time." কয়েক

পৃষ্ঠার প্রবন্ধের বিশেষ বিশ্লেষণে দেশের ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্যিক বিষয়াদির উল্লেখ করে তাঁরা লেখেন, "আওয়ামী লীগ একটি শান্তিপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক সমাধান চেয়েছিল। কিন্তু ২৫ মার্চে পাকিস্তানি শাসকদের বর্বরোচিত হামলায় তা আর সম্ভব হলো না।" এই প্রবন্ধের অংশ বিশেষ তৎকালে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সভা-সমিতিতে, ইউ-এস কংগ্রেসের শুনানীতে , সেনেটার-কনগ্রেসম্যানের ভাষণে এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বার বার উদ্বৃতি দেয়া হতো। এই প্রবন্ধে ৩ জন লেখকই অত্যন্ত স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ এবং তারা "পাকিস্তান ডেভেলপমেন্ট একসপার্ট" হিসাবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। এডওয়ার্ড ম্যাসন তৎকালীন সময়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন ছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট কেনেডীর শাসনামলে মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বিশ্বের দেশে দেশে বাংলাদেশের উপর হাজার হাজার প্রতিবেদন প্রকাশ পায় এবং তার সবগুলোতেই বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার দাবি উত্থাপিত হয়। নিউ ইয়র্ক টাইমস্ ম্যাগাজিন লিখে, (The Political Tidal Wave that Struck East Pakistan, May 2, 1971):…By the time of this Marchs constitutional crisis, Sheikh Mujib's popularity had reached a peak. For an ordinary Bengali just to touch his clothes was a good talisman. His word had become a law. Yet operating form his house in Dhanmondi, he remaind friendly and approachable, every day seeing scores of people singly and groups.

"…Totally unimpressed by wealth or status, he showed an obviously sincere devotion to people. He treated every Bengali he met, however poor and humble, as a human being worthy of care, help and respect, never forgetting his name and his family circumstances. The Bengalis in return, trusted him and believed in his honesty, selflessness, courage and his willingeness to sacrifice himself for them.

দুঃখের বিষয়, এমন ক্ষণজন্মা পুরুষ যাঁর অবস্থান বাংলাদেশের সকল বর্ণ, ধর্ম, ও রাজনৈতিক দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে হওয়া উচিত ছিল। আজ যারা তাঁকে অপমানিত করার চেষ্টা করছে তারাই আসলে অপমানিত হবে। প্রত্যেক দেশের প্রজন্মদের জন্যে আদর্শ পুরুষ রয়েছে-আমেরিকায় রয়েছেন জর্জ ওয়াশিংটন, জেফারসন, লিংকন, রুজভেল্ট, জে-এফ-কে ও মার্টিন লুথার কিং। ভারতে রয়েছেন মহাত্মা গান্ধী। চীনের মাও সে-তুং, সান-ইয়াত সেন। তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক, পাকিস্তানের মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, প্যালেস্টাইনের ইয়াছির আরাফাত এবং মুসলমান জাতির জন্যে রয়েছেন আদর্শ পুরুষ আল্লার রাসূল হয়রত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)। বাংলাদেশের জন্যে রয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। এদের জীবনচরিত থেকে জাতি পায় আদর্শ, সাহস, মানবতার দীক্ষা। এদের জীবনচরিত বিশ্লেষণ, গবেষণা আলোচনা-জাতিকে দেয় অনুপ্রেরণা, সুন্দর জীবনের শিক্ষা। সুতরাং এসব মহৎ জীবনের উপর কালিমা লেপনে তাঁদের যত ক্ষতি হবে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে দেশের জনগণের, ভবিষৎ প্রজন্মদের ও দেশের ভবিষ্যতের। যারা জেনে-শুনে তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ, তাদের হয়তো স্মরণ রাখা প্রয়োজন- "উল্কার" আস্ফলনে "তারকার" ক্ষতি হয় না, বরং উল্টোটা হয়। উল্কা নিজের জ্বালায় ভস্মীভূত হয়ে ছাই হয়ে নিঃশেষিত হয়। আর তারকা নিজের আলো ছড়িয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন থাকে।

যারা বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত তাদের পতন অনিবার্য।

(লেখক বর্তমানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী)

শেখ নজরুল কর্তৃক সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধু শ্রেষ্ঠ বাঙালি'